



PHOTO: STAR

School ground occupied for fair without approval

MONG SING HAI MARMA, *Bandarban*

A 15-day craft and cottage industry fair is being organised on the playground of Mro Residential High School in Suwalak union under Bandarban Sadar upazila without permission from the school authorities and at a time when students' annual examinations are underway.

The organisers said the fair has been arranged under the banner of a group named Red July Movement in memory of the July uprising martyrs, with permission from the local authorities.

The school authorities, however, said no approval was given for using the school grounds.

During a visit on November 26, this correspondent found the playground fenced off with corrugated iron sheets, with numerous temporary stalls and exhibition booths inside.

According to school sources, the school is operated under the Chittagong Hill Tracts Development Board, and currently has 298 residential students. The annual examinations began on November 20 and are ongoing. Primary-level annual examinations will start on December 1.

"After the annual exams, the students have sports competitions

and Victory Day events to prepare for, and they need the ground for practice as it is the only open space available. Due to the fair, they are unable to use the ground," said Md Shah Newaz, the school's sports teacher.

Asif Iqbal, district convener of Red July Movement, claimed the fair is being held on the school ground with the consent of the headteacher. "Since students are sitting for exams, we're running the fair from 2:00pm to 6:00pm daily. The Red July Movement is not directly involved with the fair, we only assisted in obtaining administrative clearances," he said.

"The organisers came to seek permission, but we did not grant permission considering the ongoing annual exams. They still organised the fair citing permission from local authorities. The matter has also been reported to the Chittagong Hill Tracts Development Board," said headteacher Md Mohin Uddin.

Md Ramzan Ali, the fair's organiser, claimed, "We have obtained necessary approvals from the district administration and the superintendent of police in Bandarban."

He also said that since the school falls under Suwalak union, its chairman, Ukyanu Marma has been given responsibility for overall

supervision of the fair. Ramzan declined to elaborate further and instead invited this correspondent for a "discussion over tea".

Contacted, Ukyanu Marma said he heard a 15-day fair is being held but denied any involvement.

According to the permission letter issued by Senior Assistant Commissioner (Judicial Munshi Branch) Md Fayzur Rahman, the organisers must comply with 16 conditions, failing which the authorities may shut down the fair without notice.

The third and fifth conditions state that the fair must not be held in areas inhabited by small ethnic communities and it must respectfully highlight local culture, traditions and artisanal work. Both conditions have been violated.

Contacted, Shamim Ara Rini, deputy commissioner of Bandarban, said, "Permission to the fair was granted based on the 16 conditions."

She acknowledged that the organisers did not obtain permission from the school authorities to use the ground.

Asked how the field could be approved while examinations are underway and without consent from the school, she said, "I will look into it," before hanging up.

Five students stabbed in clash

OUR CORRESPONDENT, Gazipur

Five students were stabbed during a clash between two groups in a madrasa in Gazipur's Sreepur upazila over a trivial matter yesterday.

The incident took place at Khaliliya Dakhil Madrasa in Garran village of the upazila.

"A clash broke out between two groups of students over seating on a bench. Five students of class 10 were injured in the attack by the class 9 students. They were later treated at a hospital," said Sreepur Police Station Officer in Charge Mohammad Abdul Barik.

"No complaints have been received in connection with the incident," added the OC.

Gazipur District Officer Mohammad Al Mamun Talukder said, "I have asked the secondary education officer to take action..."

Prime Bank Foundation supports free eye care camp



PHOTO: COURTESY

CITY DESK

A daylong free eye treatment and follow-up service camp was organised on the Kulaura Girls' High School premises in Moulvibazar on November 22, with the support of Prime Bank Foundation (a sister concern of Prime Bank PLC), said a press release.

The initiative was led by the Bakhtunnesa Chowdhury Charitable Foundation, aiming to ensure essential eye care services for underprivileged communities.

A total of 363 people received free eye care services during the camp, among whom 62 individuals received free cataract surgeries at Prime Bank Eye Hospital. Colonel (ret'd) Liaquat Ali Khan, head of CSR, East Coast Group; Md Mohiuddin, UNO of Kulaura upazila; and Nasir Uddin Ahmed, head of the Kulaura Branch of Prime Bank PLC, were present at the inaugural event.

CHETTRA RIVER IN BRAHMANBARIA Locals suffer due to lack of concrete bridge

MASUK HRIDOY, *Brahmanbaria*

More than 1 lakh residents of around 15 villages in Sarail upazila of Brahmanbaria have long been facing difficulties with connectivity due to absence of a permanent concrete bridge over the Chettra River.

Since 1997, the locals have been using a 900-foot bamboo bridge to cross the river, which takes them a considerably long time to reach their destinations, especially those located in the upazila headquarters, around 15 kilometres away.

Villagers say their sufferings become unbearable in monsoon when the river swells and the bamboo bridge becomes risky, especially for students, women, the elderly and patients.

Locals say the bamboo bridge was first constructed in 1997 by Rahmat Ali and Mozor Mia from Ranidia village at a cost of Tk 2 lakh. Since then, villages have been

voluntarily contributing with funds and manual labour to repair it once every year in the Bangla month of Kartik.

"Before every national election, local candidates promise to construct a permanent bridge over the river, but none ever kept their promise," said Md Iqbal Hossain Mridha, principal of Aruail Abdus Sattar Degree College.

Aruail UP chairman Mosharraf Hossain Bhuiyan said the villagers have never received any government assistance for the repair or reconstruction of the bamboo bridge.

Md Ibrahim Khalil, executive engineer of LGED in Brahmanbaria, said a proposal for a bridge over the river had been sent earlier and received approval in principle.

"Feasibility studies have been conducted, and soil tests will follow before design work begins. Hopefully it will receive full approval in the upcoming pre-Ecne session," he added.





পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন-১, প্লট: ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮-০২-২২২২১৮৩৩১-৩৩, ০২-২২২২১৮৩৩৫-৩৯; ওয়েবসাইট: <https://www.pksf.org.bd>

স্মারক নং-৫৩, ২৩.০০০০.০১৮.১৫.০৬৪.২৫-৭২৬৮ তারিখ: ২৮ নভেম্বর ২০২৫

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর নিম্নোক্ত স্থায়ী পদে কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে:

পদের নাম ও সংখ্যা : জুনিয়র অফিসার মান-২ (ইলেকট্রিক্যাল): ০২টি

বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা দি : পিকেএসএফ-এর 'বেতন-ভাতা কাঠামো ২০১৮' অনুযায়ী মূল বেতন ৩০,০০০/- টাকা। এছাড়া বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি, বাড়ি ভাড়া ভাতা (৬০%), চিকিৎসা ভাতা ও সুবিধা, যাতায়াত ভাতা, ভবিষ্য তহবিল, আনুতোষিক, উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা, গোষ্ঠী বীমা সুবিধা, দেশে শিক্ষারত সন্তানের শিক্ষা ভাতা, গৃহ নির্মাণ ঋণ, অর্জিত ছুটি নগদায়নসহ বিধিমালা মোতাবেক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে উল্লিখিত পদের Terms of Reference (ToR) দেখার জন্য পিকেএসএফ ওয়েবসাইট (www.pksf.org.bd) ভিজিট করার অনুরোধ করা হলো। প্রার্থীগণকে আগামী ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে পিকেএসএফ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

পিকেএসএফ যেকোনো প্রকার তদবির নিরুৎসাহিত করে। কেবলমাত্র বাছাইকৃত প্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। নিয়োগ সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে পিকেএসএফ-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

মহাব্যবস্থাপক (জনবল)



পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন-১, প্লট: ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮-০২-২২২২১৮৩৩১-৩৩, ০২-২২২২১৮৩৩৫-৩৯; ওয়েবসাইট: <https://www.pksf.org.bd>

স্মারক নং-৫৩, ২৩.০০০০.০১৮.১৫.০৬৪.২৫-৭২৬৭ তারিখ: ২৮ নভেম্বর ২০২৫

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর নিম্নোক্ত পদে চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে:


পদের নাম ও সংখ্যা : Training & Digital Learning Specialist: ০১টি

বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা দি : মাসিক থোক বেতন ২,৬০,০০০/- (দুই লক্ষ শাট হাজার) টাকা। এছাড়া বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি, গোষ্ঠী বীমা সুবিধা, Severance Allowance, উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা এবং বিধি মোতাবেক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দি।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে উল্লিখিত পদের Terms of Reference (ToR) দেখার জন্য পিকেএসএফ ওয়েবসাইট (www.pksf.org.bd) ভিজিট করার অনুরোধ করা হলো। প্রার্থীগণকে আগামী ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে পিকেএসএফ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

পিকেএসএফ যেকোনো প্রকার তদবির নিরুৎসাহিত করে। কেবলমাত্র বাছাইকৃত প্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। নিয়োগ সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে পিকেএসএফ-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

মহাব্যবস্থাপক (জনবল)



খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১ম বর্ষ বি.এস-সি. ইঞ্জিনিয়ারিং, বিইউআরপি ও বিআর প্রোগ্রামে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৫-২০২৬

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এস-সি. ইঞ্জিনিয়ারিং, বিইউআরপি ও বিআর প্রোগ্রামে ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিম্নে ভর্তি পরীক্ষার অংশগ্রহণের জন্য অনলাইনে আবেদন করা যাবে। নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইন্সট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদসমূহে ১৬টি বিভাগে সর্বমোট ১০৬৫টি আসনে নির্ধারিত নিয়মাবলী শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

১। বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি পরীক্ষার অংশগ্রহণের যোগ্যতা:

ক) প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
খ) প্রার্থীকে বাংলাদেশের যে কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে ২০২২ইং অথবা ২০২৩ইং সালের মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষার কমপক্ষে জিপিএ ৪.০০ অথবা সমমানের পরীক্ষার কমপক্ষে সমতুল্য গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।
গ) প্রার্থীকে ২০২৫ইং সালে উচ্চ মাধ্যমিক বা তার সমমানের পরীক্ষার পাশ হতে হবে অথবা ২০২৪ইং সালের নভেম্বর বা তারপরে 'A' গ্রেডের সার্টিফিকেট গ্রাড হতে হবে।
ঘ) প্রার্থীকে বাংলাদেশের যে কোন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক/আলী/সমমানের পরীক্ষার গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরেজী এ চার বিষয়ে কমপক্ষে মোট জিপি ১৮.০০ (আঠারো) অথবা বিদেশী শিক্ষাবোর্ড থেকে সমমানের পরীক্ষার উচ্চ বিদ্যালয়ে কমপক্ষে সমতুল্য গ্রেড পেয়ে পাশ হতে হবে। এছাড়া যাতায়াতমূলিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হতে হলে অগ্রাধীক প্রার্থীকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষার জীববিজ্ঞানে কমপক্ষে জিপি ৪.০০ থাকতে হবে।
ঙ) গ্রাউ GCE 'O' গ্রেডের এবং 'A' গ্রেডের পাশ করে থাকলে তার ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার অংশগ্রহণের জন্য GCE 'O' গ্রেডের পরীক্ষার কমপক্ষে পাঁচটি বিষয়ে ন্যূনতম 'B' গ্রেড পেয়ে পাশ হতে হবে। GCE 'A' গ্রেডের পরীক্ষার পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিতে পূর্বক পৃথকভাবে কমপক্ষে 'B' গ্রেড পেয়ে পাশ হতে হবে। এছাড়া যাতায়াতমূলিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হতে হলে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থীকে GCE 'A' গ্রেডের পরীক্ষার জীববিজ্ঞানে কমপক্ষে 'B' গ্রেড পেয়ে পাশ হতে হবে।
চ) কমপক্ষে ১২ শিক্ষাবর্ষ অধ্যয়নকাল থাকা সাপেক্ষে বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২৪ইং সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষার উত্তীর্ণ প্রার্থীর ক্ষেত্রে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরেজী বিষয়ের প্রত্যেকটিতে আনুমানিকভাবে কমপক্ষে ৭৫% নম্বর বা সমমানের গ্রেড পেতে হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থীকে মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষার গণিতে কমপক্ষে ৭০% নম্বর বা সমমানের গ্রেড পেতে হবে।

২। ভর্তি পরীক্ষার অংশগ্রহণকারী নির্বাচন:

নির্দিষ্ট সময়ে মধ্য রাতে সকল বৈধ আবেদনপত্রের মধ্য থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরেজী-এ চার বিষয়ে গ্রেড মোট গ্রেড পর্যায়ে ভিত্তিতে ১২,০০০ জনের একটি মোতামাদিকা তৈরী করা হবে। তবে ১২,০০০তম প্রার্থী একাধিক হলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পৃথকভাবে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরেজী গ্রেডে গ্রেড নম্বরের ভিত্তিতে ১২,০০০তম প্রার্থীর মধ্য থেকে ন্যূনতম সংখ্যক প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষার অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে।

৩। ভর্তি সক্রান্ত সময়সীমা:

ক)	আবেদনপত্র অনলাইনে পূরণ ও Submission শুরু	০৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ইং বুধবার, সকাল ১০-০০মি.
খ)	আবেদনপত্র অনলাইনে পূরণ ও Submission শেষ	১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ইং শনিবার, রাত ১১-৫৮মি.
গ)	টাকা জমা দেয়ার শেষ সময় (১ম ধাপ, আবেদনপত্র যাচাই ও বাছাই এর জন্য)	১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ইং রবিবার, বিকাল ৫-০০মি.
ঘ)	ভর্তি পরীক্ষার অংশগ্রহণের যোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ	২০ ডিসেম্বর, ২০২৫ইং শনিবার
ঙ)	টাকা জমা দেয়ার শেষ সময় (২য় ধাপ, ভর্তি পরীক্ষার অংশগ্রহণের জন্য)	৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ইং
চ)	প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু	০৫ জানুয়ারী, ২০২৬
ছ)	ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়	১০ জানুয়ারী, ২০২৬ইং, পূর্বপার্শ্বার সকাল ৯-০০মি. হতে পূর্ব ১২-০০মি. পর্যন্ত। মুভরর আবেদন পূর্ব ১২-৪৫ থেকে পূর্ব ১-৪৫ ঘটিকা পর্যন্ত ০১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ইং, রবিবার
জ)	ভর্তি পরীক্ষার অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মোতায়েন তালিকা প্রকাশ, বিভাগ পছন্দ প্রকাশের নির্দেশনা, ভর্তি নিয়মাবলী ও ভর্তির তারিখ ঘোষণা	

ভর্তি সক্রান্ত সকল তথ্যাবলী admission.kuet.ac.bd ওয়েবসাইটে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে। Online Form পূরণ করার ক্ষেত্রে কোন সময়সীমা 01799273655/ 01714087284/ 01714087339 নম্বরে অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ৯-০০ থেকে বিকাল ৫-০০টা পর্যন্ত) যোগাযোগ করা যাবে। ভর্তি পরীক্ষা সক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনে admission@kuet.ac.bd তে e-mail করা যেতে পারে।



প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হাকিমুর রশীদ
সভাপতি, ভর্তি কমিটি, ১ম বর্ষ বি.এস-সি. ইঞ্জিনিয়ারিং, বিইউআরপি ও বিআর প্রোগ্রামে
ও
ডীন, নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
খুলনা-৯২০৩, বাংলাদেশ